যুগান্তর

তারিখ 24 SEP 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

পাঁচদিন পর পাঠ্যবই মুদ্রাকরদের ধর্মঘট প্রত্যাহার

যুগান্তর রিপোর্ট

এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে নেয়ায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছেন পাঠ্যবই মুদ্রাকররা। শনিবার টানা তিন ঘণ্টার বৈঠকে উভয় পক্ষে সমঝোতা হয়। বেলা ২টায় বৈঠক থেকে বেরিয়ে মুদ্রাকররা ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

সমঝোতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা এবং মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান। এনসিটিবি ভবনে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক সাহা যুগান্তরকে বলেন, 'আমাদের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। উনারা (মুদ্রাকর) উনাদের দিক বিবেচনা করবেন। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আইন ও বিধি অনুযায়ী যা করণীয় করব।' আর তোফায়েল খান বলেন, উভয় পক্ষে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২টার পর আমরা কাজে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছি। সে অনুযায়ী আমাদের সদস্যদের ফোন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রেসগুলো ফের চালু হয়েছে।

উভয় পক্ষে কথা বলে জানা গেছে, মুদ্রাকরদের চার দাবির মধ্যে তিনটি নিষ্পত্তি হয়েছে। চতুর্থ দাবিটি ছিল প্রাথমিকের বই সরবরাহে বিশেষ প্যাকেট এবার করার বিষয়টি শিথিল করা। এই দাবির ব্যাপারে এনসিটিবি বলেছে, এনসিটিবি এবং মুদ্রণ সমিতি যৌথভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসবে।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান যুগান্তরকে বলেন, প্রতিবেদন পেয়ে ৩২টি প্রতিষ্ঠানকে শোকজ করা হয়েছে। অনেকের জবাব পাওয়া গেছে। তারা অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এখন জবাবের ওপর আমরা কমিটি করে ফের তদন্ত করব। এতে যদি বাল্টিকের প্রতিবেদন অসত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর প্রতিবেদন যদি সত্যি হয়, তাহলে শোকজের জবাবে পাল্টা চ্যালেঞ্জ দেয়ায় নিশ্চয় দ্বিগুণ শাস্তি পেতে হবে।'

সোমবার থেকে মুদ্রাকররা বইয়ের মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহসহ অন্য কাজ বন্ধ করে ধর্মঘটে যান।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়

পরিসংখ্যান বিভাগ	
ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর